R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
**দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন**
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
**হকিন্স প্রেসার কুকার**
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
**প্রভাত ষ্টোর**
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | ১৬ই রঘুনাথগঞ্জ পৌষ বুধবার, ১৪০৩ সাল। ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

## সংগ্রাম যত তীব্র হবে তত কেটে যাবে বিভ্রান্তি—
## সিটুর জেলা সম্মেলনে শৈলেন দাশগুপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর সিটুর তৃতীয় জেলা সম্মেলনের প্রথম দিনে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাগম আশানুরূপ হয়নি। সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যগণ বিপুল পরিমাণে সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সিটুর সভাপতি আবুল হাসনাৎ খান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিটুর পঃ বঃ কমিটির সম্পাদক চিত্তব্রত মজুমদার, জেলার বাম আন্দোলনের নেতা মধু বাগ, সিটুর জেলা সম্পাদক তুষার দে, জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে সমস্ত দেশের মানুষের সমস্যা দূরীকরণে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন জনগণকে এই আন্দোলনে সামিল করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। সংগ্রাম যত তীব্র হবে তত কেটে যাবে বিভ্রান্তি। দেশের শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্তসহ অধিকাংশ মানুষকে সচেতন করতে পেরেছি বলেই সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে আবার আমরা সরকার পরিচালনার ভার পেয়েছি। দেশের অন্যান্য রাজ্য সরকার যেখানে সকলের জন্য কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে সমাজের গরিষ্ঠ অংশের জন্য কাজ করতে পারায় আমরা সরকার পরিচালনায় স্থায়িত্ব লাভ করেছি। তবুও আমাদের এখনও কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আমরা যতটুকু কাজ করেছি সেটুকু সকলকে ঠিকমত বোঝাতে হবে। যা পারিনি তার কারণ সকলের মধ্যে বিশ্লেষণ করে না পারার কারণ জানাতে হবে। এর ফলে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## আই আর ডি পি স্কীমে প্রধানদের বিস্ময়কর জালিয়াতি ধরলেন মহকুমা শাসক

বিশেষ সংবাদদাতা : সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল বেশ কিছু পঞ্চায়েত প্রধানদের ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট ( আই আর ডি পি ) সহ বিভিন্ন ঋণ ও অনুদান প্রকল্পে বিস্ময়কর জালিয়াতি ধরে ফেলেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে প্রধানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের পাহাড় জমার পরই এই অভিযান বলে জানা যায়। এছাড়া ঐ ঋণ প্রকল্পে আবেদনকারী কোন ব্যক্তি যদি ঋণ না পান তবে তৎক্ষণাৎ প্রধানদের উপর ভরসা না রেখে সরাসরি ব্যাঙ্ক অথবা মহকুমা শাসকের দপ্তরে যোগাযোগ করবার পরামর্শ দেন স্বয়ং মহকুমা শাসক। আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীপাল বলেন, ফরাক্কা ব্লকের মহাদেবনগর পঞ্চায়েতের প্রধান মনিরুল ইসলামের ৯৫-৯৬ আর্থিক বছরের এক বিস্ময়কর দুর্নীতি ধরা পড়েছে। সব জালিয়াতিই হয় ঋণ প্রকল্পে বা অনুদান প্রকল্পে বা কোথাও কোন ব্যক্তির জমা টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা ধরা পড়ে। উক্ত পঞ্চায়েতের অধীন এক ব্যক্তি ইউকো ব্যাঙ্কে আই আর ডি পি স্কীমে ঋণের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দেখা যায় ফটো আইডেন্টিটি করার ক্ষমতাবলে ঐ প্রধান আবেদনকারীর ফটো আবেদনপত্রে বসালেও আবেদনকারীর নাম পাল্টে ঋণের টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেন। এছাড়া মহকুমা শাসক আরও জানান, এই রকম জালিয়াতি কত হয়েছে তা সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় দশটা বাড়ীতে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## লিচু বাগানে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

রঘুনাথগঞ্জ : এই থানার নিস্তা গ্রামের কাছে কার্তিক মণ্ডলের লিচু বাগানে গত ২৮ ডিসেম্বর সকালে তিনজনের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন। তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ (৩৫), একজন মহিলা (৫০) ও একটি ১০ বছরের ছেলে। ছেলেটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। বাকী দুজনের গলা কাটা ছিল। যতদূর জানা গেছে নিহতদের বাড়ী বিহারের কোন স্থানে। তাঁরা লালগোলা থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। পুলিশ তদন্তে লালগোলা থানার ডুমুরিয়াপাড়ার দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। খুনের কারণ এখনও জানা যায়নি।

## খাস সম্পত্তি বিলি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

সাগরদীঘি : এই ব্লকের পালমদা ও খাটোয়া মৌজার খাস সম্পত্তি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত নিয়ে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি ও বি এল আর ও বিভাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন পালমদা ও খাটোয়া মৌজার অধিবাসীবৃন্দ। তাঁরা জানাচ্ছেন ভূমিহীন তপশীলি আদিবাসী বা দরিদ্র মজুর শ্রেণীর মধ্যে খাস জমি বিলি ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## ধান চুরিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে বোমার আঘাতে মৃত ১

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২৬ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরেন্দ্রনগরে এক সংঘর্ষে বোমার আঘাতে একজন মারা যান বলে খবর। ঘটনার দিন বেলা ১০টা নাগাদ ফ্রেজারনগরের কিছু সমাজবিরোধী বন্দুক, বোমা ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বীরেন্দ্রনগরের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
**সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।**
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই পৌষ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

## বিদায় ১৯৯৬ স্বাগত ১৯৯৭

গত রাত্রির মধ্যযামে ইংরাজী বর্ষ ১৯৯৬ বিদায় লইল, ১৯৯৭ কে স্বাগত জানাইয়া। বিগত বৎসর নানা নবীন ঘটনা পরম্পরায় উজ্জ্বল আলোকছটায় আমাদের মনে নানা আশা ভরসা জাগাইয়া বিদায় লইবার মুহূর্তে নূতন বৎসরকে তাহার কর্মভার বুঝাইয়া দিয়া অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। বিগত বৎসরের সাল তামামী করিতে বসিয়া প্রথমেই মনে পড়ে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন কংগ্রেস দলের অভূতপূর্ব পরাজয়ের কথা। বিজেপির সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন ও মাত্র দুই সপ্তাহের কেন্দ্রীয় শাসন রজ্জু ধারণ। অন্যান্য কংগ্রেস-সহ ১৩টি দল বিজেপিকে রুখিতে সর্বপ্রকার মতামত দুরে সরাইয়া একত্রিত হইয়া ফ্রন্ট গঠন করিয়া বিজেপিকে শাসনচ্যুত করিল। জনতাদলের সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হইলেন দেবগৌড়া। কংগ্রেসসহ অন্যান্য দলের সমর্থনও পাইলেন দেবগৌড়া। বিজেপি সমর্থিত প্রধানমন্ত্রী সংসদে তাঁহার আস্থা নাই বুঝিতে পারিয়া পদত্যাগ করিলেন। দেবগৌড়া পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কংগ্রেস ও সিপিএম তাঁহাকে সমর্থন করিলেও মন্ত্রীসভায় যোগ দিল না। সিপিআই ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়া নূতন এক আশাব্যঞ্জক মন্ত্রীসভা গঠন করিল। নবমন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াই মিটাইয়া ফেলিলেন কাশ্মীরের রাষ্ট্রপতি শাসনের পর্ব। সেখানে নূতনভাবে ভোট গৃহীত হইল। নির্বাচনপর্ব শেষে কাশ্মীরে বিধানসভা গঠিত হইল। ন্যাশানাল পার্টির ফারুক আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত হইল মন্ত্রীসভা। কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদের একরূপ পরিসমাপ্তি ঘটিল। উত্তর প্রদেশেও রাষ্ট্রপতি শাসন পর্ব শেষ করিতে হইল বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু সব আশাই যেমন সফল হয় না, তেমনি নির্বাচন পর্ব শেষে দেখা গেল কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইল না। যদিও বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইল বটে, তবুও অন্যান্য দলের একত্রিত বিরোধিতার প্রকাশ্য সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় রাজ্যপাল কাহাকেও মন্ত্রীসভা গঠনের ভার না দিয়া পুনরায় বিধানসভা জিয়াইয়া রাখিয়া রাষ্ট্রপতি শাসন জারীর প্রস্তাব দিলেন। রাষ্ট্রপতির শাসন-জারী হইল। ইহার বৈধতা লইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা হইল। রায় হইল এই আদেশ বৈধ নয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিয়া স্থগিতাদেশ পাইলেন। অপরদিকে কংগ্রেস সভাপতি পি ভি নরসিংহ রাও বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় জড়াইয়া পড়িয়া কংগ্রেস সভাপতি ও সাংসদদের কংগ্রেস নেতৃত্বের পদ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। কংগ্রেসের মধ্যে রীতিমত গোষ্ঠীযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। এই গুরুত্ব-পূর্ণ পরিস্থিতিতে নূতন বৎসরে কংগ্রেসের অবস্থা কি হইবে এই চিন্তা জনমনে আলোড়ন তুলিয়াছে। নূতন বৎসরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা টলমল অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবে কিনা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। নূতন বৎসরেই আবার নির্বাচন হইতে পারে বলিয়া রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দ মনে করিতেছেন। ৯৬ এর জের এখনও কাটেনি, ৯৭ আমাদের পুরাতন মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব প্রদান করিবে না নূতন নির্বাচনের মুখে দাঁড় করাইবে ইহাই নূতন বৎসরের সর্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি আমরা স্বাগত জানাই নূতন বৎসরকে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিলাষে।

## 'তুম নে হাম নে.....'

বাংলাদেশ ও ভারত সম্প্রতি গঙ্গার জল বণ্টন বিষয়ে যে ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ড রাজ্য কংগ্রেসকে নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরীর নিকট নাকি গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ কতটা বিঘ্নিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে।

রাজ্য কংগ্রেসের তরফ হইতে এই চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য আন্দোলন করিবার অনুমতি চাওয়া হইয়াছে দিল্লীর কাছে। কংগ্রেস সভাপতির নিকট হইতে প্রদেশ কংগ্রেস পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। অর্থাৎ রাজ্যকংগ্রেস জল বণ্টন চুক্তি পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আন্দোলনের ঘোলাজলে অবতীর্ণ হইবেন।

কিন্তু নয়মন তৈল দগ্ধ হইলেও রাধারাণীর নৃত্য হইবে কি? হইবে না,—কারণ প্রবাদ-বাক্যে তাহাই বলা হয়। তাই আন্দোলন, স্মারকলিপি যে পক্ষেই জমা পড়ুক, বা উভয় পক্ষেই জমা পড়ুক, পুনর্বিবেচনার কোন প্রশ্ন নাই। বাংলাদেশ মেঘ না চহিতেই জল পাইয়াছে; আর তাহা এমন আটঘাট বাঁধিয়া পাইয়াছে যে, উহা হইতে সরিয়া আসিবার প্রশ্নই নাই; সরাইবারও ক্ষমতা ভারতের নাই। নিতান্ত হঠকারিতার মূল্য প্রীতির নিদর্শন বজায় রাখিতে এই ভারতকেই দিতে হইবে।

দুঃখের কথা এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, এক ভাসা-ভাসা এবং অবাস্তব-অকল্পনীয় যুক্তিকে খাড়া করিয়া ধরা হইয়াছে যে, চুক্তিমত জল বাংলাদেশকে দিলে কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরের কোনও ক্ষতি হইবে না। এইরূপ কৈফিয়তের কোনই বাস্তব ভিত্তি নাই। জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে তা-বড় তা-বড় নেতৃবৃন্দ নদী-বন্দর বিশেষজ্ঞদের কোন পরামর্শই লন নাই। রাজনৈতিক মুনাফা লুটিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল এই জল বণ্টন চুক্তি। বাংলাদেশ সরকারের শাসক দলের বিপক্ষ দল রহিয়াছেন, আর আছেন সেই দেশের সাধারণ মানুষ। গঙ্গাজলবণ্টন চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা কেহই সোচ্চার নহেন। সোচ্চার হইবেন কেন? তাঁহারা ত অপ্রত্যাশিতভাবে যাহা পাইবার পাইলেন, আর ভারতে কিছু কিছু কাগজের মাধ্যমে সযুক্তি প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছে; চুক্তি সম্পাদনে জড়িত নেতৃস্থানীয়দের লেখনী অস্ত্রে মুণ্ডুপাত করা হইয়াছে এবং হইতেছে, সাধারণ মানুষ উভয় দেশের দোস্তীতে পুলকিত (?) হইয়া সমালোচকদের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া বলিতেছেন—"লোগ্ সব্‌কো বকনে দিজে, তুম নে হাম নে কাম কিয়া।"

## পার্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন মহকুমা শাসক

রঘুনাথগঞ্জ: মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল ভাগীরথীর চড়ে পাঁচ কোটী টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক পার্কের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। শ্রী পাল আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানান, বলাগড়ের সবুজ দ্বীপের প্রোজেক্ট অফিসার এখানকার প্রস্তাবিত চড়ের পার্কের প্রোজেক্টও পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ প্রোজেক্ট দেখিয়ে শ্রী পাল বলেন, রঘুনাথগঞ্জ তথা জঙ্গীপুর তুলনামূলক-ভাবে অনেক পিছিয়েপড়া শহর। তাই এখানে সুস্থ সংস্কৃতি ও আমোদ-প্রমোদের জায়গা হিসাবে ঐ পার্ক বিশেষ উপকারে আসবে বলে তিনি মনে করেন। এ ব্যাপারে রাস্তাঘাট বা অন্যান্য নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় দিকগুলিরও আস্তে আস্তে উন্নতি হবে বলে জানা যায়। পার্কের বিরুদ্ধে মত-পোষণ করে যে সাতজন বুদ্ধিজীবী জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও স্থানীয় পৌরপতির উদ্দেশ্যে শহরে হ্যাণ্ডবিল বিলি করলেও মহকুমা শাসক পাননি বলে জানান। ফরাক্কা থেকে অতিবর্ষনের সময় অতিরিক্ত ছাড়া জলে পার্কের কিছুটা ডুবে গেলেও প্রোজেক্টটি এমনভাবে তৈরী যাতে তার কোন ক্ষতি হবে না বলেও দেবব্রতবাবু জানান।

## বলাগড়ের সবুজ দ্বীপ

**সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**

জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর চড়ে একটি পর্যটক কেন্দ্র হচ্ছে। এই নিয়ে লোকের মুখে মুখে চলছে আলোচনা পক্ষে বা বিপক্ষে। অনেকে বলছেন এটি হুগলী জেলার বলাগড়ের 'সবুজ দ্বীপ'র থেকেও সুন্দর হবে। এবং সবুজ দ্বীপের মত এখানে সবকিছু থাকবে। তবে যাতায়াতের জলপথে নৌকা, ভটভটি ছাড়াও থাকবে 'রোপওয়ে', দ্বীপে থাকবে 'ট্রয় ট্রেন'। আর মাঝখানে চিংড়ির চাষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে লোহার তার দিয়ে ঘেরা নির্দিষ্ট কিছুটা জায়গা। সবুজ দ্বীপ সম্বন্ধে অশোক সিন্‌হার লেখা থেকে যেটুকু পেয়েছি তার সাহায্যে সেই দ্বীপের একটি বর্ণনা তুলে ধরলাম।

বলাগড়। কালিয়াগড় হুগলী সবুজ দ্বীপ। কলকাতা থেকে ৭৫ কিমি গঙ্গার পূর্বপাড়ে। বেহুলা নদী ও মূল গঙ্গা মিলন স্থল। সোজা পথ হল হাওড়া-কাটোয়া বা শিয়ালদা থেকে বাজারসাউ প্যাসেঞ্জারে চড়ে সোমড়াবাজার ষ্টেশনে নেমে সবুজ দ্বীপ ঘাট ১০ মিঃ। রিক্সা বা সাইকেল ভ্যানেও যাওয়া যায় ঘাটে। দ্বীপে যেতে হয় ভটভটিতে। প্রাকৃতিক নির্জনতা মনোমুগ্ধকর। বর্ষায় নাকি রূপ অনন্য। দ্বীপে প্রবেশ করতে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু লাগে পাঁচ টাকা। তবে কর্তৃপক্ষের শংসাপত্র লাগে। দ্বীপে মাদক সেবন, জুয়াখেলা, মাইক বাজানো নিষেধ। খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪—৩০ মিঃ পর্যন্ত। দর্শক ফি দশ টাকা। ছুটোর পর প্রবেশ নিষেধ। বনভোজন করতে লাগে কুড়ি টাকা। স্বেচ্ছাসেবক আছেন। তাঁরা সব সময় দৃষ্টি রাখেন দর্শনার্থীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি। হোটেল আছে। আছে জলযোগের দোকান। নিরামিষ আহার মাথাপিছু আট টাকা। ডিম নিলে দশ টাকা, মাছ নিলে বার টাকা। শৌচাগার ব্যবহার করলে লাগে পঞ্চাশ পয়সা। চারিদিকে সবুজ বনানী। ঝাউ, আকাশমণি, ইউক্যালিপ্‌টাস, অর্জুন প্রভৃতি গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মরশুমি ফুলের সুন্দর বাগিচা। রাস্তার দুধারে দোকান। সেখানে সাবান, লজেন্স, খেলনার সাথে গরম গরম চপ মুড়িও বিক্রি হয়। রয়েছে টাওয়ার হাউস। বলাগড়ে দর্শনীয় স্থান সোমড়াবাজারের সুপ্রাচীন সাতশো বছরের রাসবাড়ি, কবি মোহিতলাল মজুমদারের বাড়ী। বাঙলার বাঘ আশুতোষের বসত ভিটা। কালিয়াগড়ের বলধোগ পীঠ। ছয় শত বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। শ্রীশ্রীসিদ্ধপীঠ, মহাকাল ভৈরবের মন্দির। মন্দির থেকে নদী পর্যন্ত পাকা সোপান। প্রাচীন এক বটবৃক্ষতলে এককালে সুগভীর সুরঙ্গ ছিল, এখন বন্ধ। এ রকম সুছন্দিতভাবে জঙ্গিপুর পুরসভা যদি গড়ে তুলতে পারেন আমাদের সবুজ দ্বীপটিকে, প্রাচীন স্থানগুলিকে দর্শনীয় করে গড়ে তুলতে—তবে এখানেও আকর্ষিত হবেন ভ্রমণকারীরা। যাবেন গিরিয়া, সিঙ্গির ময়দান, পেটকাটির স্থান, বন্যেশ্বর শিবমন্দির, জিনদীঘির দীঘি, চাঁদপাড়ার হোসেনশাহর টাঁকশাল, গাদীর কালীমন্দির, মনিগ্রামে গর্গমুনির টিবি। দেখবেন স্থানীয় তুলসীবিহার বাড়ী, বৃন্দাবনবিহারী মন্দির, বালিঘাটায় প্রাচীন মসজিদ প্রভৃতি। দেখুন পুরকর্তারা চিন্তা করে সফলতা লাভ করতে পারবেন কিনা? তাহলে কিন্তু শহরের মানুষের তথা পুরসভার আর্থিক উন্নতি হবে, হবে বেকারদের অর্থসংস্থান।

### বংশবাটী হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে কংগ্রেস সব কটি আসনে জয়ী

আহিরণ : গত ২৯ ডিসেম্বর বংশবাটী হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে কংগ্রেসের চারজন প্রার্থীই সিপিএম প্রার্থীদের পরাজিত ক'রে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। অভিভাবক প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসেই কান্ত মাঝি, ভক্তি মণ্ডল মোতাহার হোসেন এবং সুকুমার মাঝি নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, গত ২১ ডিসেম্বর উক্ত স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত দলের সমর্থিত প্রত্যেক প্রার্থীই জয়ী হয়েছেন।

### স্কুল কমিটির নির্বাচনে দুটি আসনেই কংগ্রেস জয়ী

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম জুনিয়ার হাই স্কুলে গত ২৯ ডিসেম্বর অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনে দুটি আসনেই কংগ্রেস জয়ী হয়। সিপিএমের দুই প্রতিনিধি রেবতী সাহা ও নূর হোসেন কংগ্রেসের দুই প্রার্থী রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ও খলিলুর রহমানের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। জানা যায় এই জুনিয়ার স্কুলটি খুব শীঘ্রই হাই স্কুলে রূপান্তরিত হচ্ছে। তপশীলী ও উপজাতি অধ্যুষিত এই এলাকায় স্কুলটি হাই স্কুলে রূপান্তরিত হলে সকলেই উপকৃত হবেন।

### স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষকদের ৩য় পর্বের প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত, বিডিও সাগরদীঘি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত ২৮ ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষকদের ৩য় পর্ব প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। ১২০ জন প্রশিক্ষককে মাষ্টার ট্রেনার্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

### নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সমাবেশ ও গণডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে এক গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রকাশ, বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজের সামনে এই জেলার প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকারা মিছিল করে পথ পরিক্রমা ক'রে পঞ্চাননতলার জেলা প্রাঃ কাউন্সিলের মাঠে এসে সমাবেশে যোগ দেন। প্রাঃ শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এই গণডেপুটেশন ও সমাবেশে যোগ দেন বলে জানা যায়। দাবীগুলির মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নকে আরো বেশী গুরুত্ব দেওয়াসহ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রাপ্য অর্থাদি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, অবিলম্বে প্রধান শিক্ষক প্যানেল তৈরী করা, দরখাস্ত করার এক মাসের মধ্যে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের লোন মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করা। এছাড়া শিক্ষকদের অন্যান্য আরো সমস্যা সমাধানের দাবীতে এই গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্বেতা চন্দ সমাবেশে স্মারকলিপি গ্রহণ করে প্রকাশ্যে বলেন—তিনি নিজে একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দুঃখ বেদনার কথা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেন। আরো বলেন—প্রাথমিক শিক্ষকদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন এবং রাজ্য কাউন্সিলের কাছে সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন।

### নব সাক্ষরদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি : গত ২৪ ডিসেম্বর এই ব্লকের নব সাক্ষর শিক্ষার্থীদের স্থানীয় স্কুল ময়দানে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষার্থী পুরুষদের ৮টি ও মহিলাদের ৮টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা, বিডিও অজয় ঘোষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নববর্ষের
সাদর সম্ভাষণ জানাই—
এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।
**বন্ধু কর্ণার**
অজিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

**ভুত কেটে যাবে বিভ্রান্তি** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বিগত নির্বাচনে আমরা কিছু আসন হারাতে বাধ্য হয়েছি। মানুষের মনে চেতনাবোধ জাগাতে হবে তার জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে। শৈলেনবাবু আরও বলেন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা, ভূমি, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে সার্বিক সফলতা সম্ভব নয়। চিত্তব্রত মজুমদার বলেন— কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আজ সেই সরকারকে কেন্দ্রে উচ্ছেদ করে মোর্চা সরকার গঠন করেছি। তবুও বর্তমান মোর্চা সরকার ভাল ভাল কথা বললেও শিল্প ও অর্থনীতিতে পূর্ববর্তী সরকারের ভ্রান্ত নীতিগুলি এখনও অনুসরণ করে চলেছেন। সেই ভ্রান্ত জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি মৌলবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোরদার আন্দোলনে সামিল হবার ডাক দেন। এই জেলার সংখ্যা গরিষ্ঠ বিড়ি শ্রমিকদের সচেতন হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সমবেত হতে বলেন চিত্তবাবু। সিটুর অগ্রগতির উপর আলোকপাত করে বলেন সিটুর আন্দোলনের সঠিক পথ অনুধাবন করে আই এন টি ইউ সি বা অন্যান্য সংগঠনের বহু শ্রমিক সিটুতে যোগ দিচ্ছেন। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যসহ অন্যান্য বক্তারাও সমস্ত শ্রেণীর শ্রমিকদের সিটুর পতাকাতলে এসে গণআন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান।

**ধরলেন মহকুমা শাসক** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সমীক্ষার কাজ চালিয়ে এই ধরনের জালিয়াতির নজীর তিনটি বাড়ীতে ধরা পড়ে। অপর একটি জালিয়াতি ধরা পড়েছে ঐ ফরাক্কা ব্লকেরই ইমামনগরে। ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঐ এলাকার বরজাহান ও আকতার নামে দুইজনকে যথাক্রমে গত ২৫/১০/৯৫ ও ৩০/১০/৯৫ তারিখে মৃত সার্টিফিকেট দেন গত ৩/১/৯৬ তারিখে। ঐ ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে জীবনবীমা ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থায় তাঁদের সঞ্চিত অর্থ আত্মসাতের চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় ইমামনগরের প্রধানের বিরুদ্ধে। অথচ সমীক্ষায় দেখা যায় বরজাহান এবং আকতার দুজনেই জীবিত। মহাদেবনগর ও ইমামনগর পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ২১৩-বি ধারায় অভিযোগ আনা ছাড়াও তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় এফ আই আরও করা হয়েছে এবং ওই সব অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। এছাড়া এধরনের জালিয়াতি রোধে এখন থেকে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে চিরুনী তল্লাশি চলবে বলেও জানা যায়। আগামী ২১ জানুয়ারী '৯৭ এর মধ্যে ব্লক পিছু কম করে কুড়ি লক্ষ টাকা করে রিকভারীর টার্গেট রাখা হয়েছে বলেও মহকুমা শাসক জানান।

**দুর্নীতির অভিযোগ** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বন্টন না করে তা করা হচ্ছে মৌজার বাইরের মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে যাদের জমি-জায়গা আছে। লিখিত অভিযোগ মহকুমা শাসক, বিএলআরও এবং এসএলআরওকে দেওয়া হয়েছে বলে গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়।

**বোমার আঘাতে মৃত ১** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কালাচাঁদ মণ্ডলের বাড়ী চড়াও হয়ে বাড়ী-ঘর তছনছ করে ফসল ও নগদ অর্থসহ আসবাবপত্র লুটপাট করে। যাবার সময় তারা বাড়ীর টিনও নাকি খুলে নিয়ে যায়। সেই সময় কালাচাঁদের বড় ছেলে রঞ্জিত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে দুর্বৃত্তরা বোমা ছোড়ে। বোমার আঘাতে রঞ্জিত ঘটনাস্থলেই মারা যায়। দুর্বৃত্তরা কালাচাঁদের বাড়ীর আশপাশের কয়েকটি বাড়ীও ভাঙচুর করে। পুলিশ এই ঘটনায় ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অনুসন্ধানে জানা যায় বীরেন্দ্রনগরের লোকদের জমির ধান চুরিকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে ফ্রেজারনগরের যোগানদারদের সঙ্গে গোলমাল হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলা।

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে, আমার মক্কেল ফারহাদ আলী পিতা হাজী জোহাক আলী সাং জাগুনপাড়া, পোঃ জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ নিম্ন পরিচিতমত ৩৩ শতক সম্পত্তি ইসলামপুর সাকিমের মৃত দিলমহম্মদের পুত্র মঞ্জুর আলী, গফুরপুর জিদ্দিপাড়া সাকিমের মৃত আবদুল গণির পুত্র আবদুর রহমান ও রঘুনাথপুর সাকিমের হারেজ সেখের পুত্র রিয়াজুদ্দিন সেখের সহিত খরিদের চুক্তি করিয়া বায়না প্রদান করিয়া দলিল করণের দাবী করা সত্ত্বেও রেজিষ্ট্রি করিয়া না দেওয়ায় আমার মক্কেল চুক্তি সম্পাদন ও দলিল রেজিষ্ট্রি করণের প্রার্থনায় মাননীয় জঙ্গিপুর সহকারী জেলা জজ আদালতে ১০/৯৬ নং অন্যপ্রকার মোকর্দমা আনয়ন করিয়া উক্ত মোকর্দমার বিবাদী অর্থাৎ উপরোক্ত তিন ব্যক্তি যাহাতে মোকর্দমা চলাকালে উক্ত ৩৩ শতক সম্পত্তি অন্য কাহাকেও কোন ভাবে হস্তান্তর করিতে না পারেন তন্মর্মে নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উক্ত মোকর্দমায় উক্ত ৩ ব্যক্তি হাজিরও হইয়াছেন। ইদানিং আমার মক্কেল শুনিতে পাইতেছেন যে, তাহারা উক্ত সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। আমি এতদ্বারা জানাইতেছি যে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার আদেশসহ মোকর্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে। এমত পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা কোন হস্তান্তর আদালত অবমাননাকর অন্যায় হইবে এবং কোন ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া খরিদ করিলে তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন।

সম্পত্তির বিবরণ : জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন মৌজা জঙ্গিপুর মধ্যে—

| খং নং | দাগ নং | রকম | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ২০০ | ৪৭৩ | আউশ | ৪০ শঃ মধ্যে ২ই শঃ |
| | ৪৭৪ | ,, | ৬৯ ,, ,, ১৭ শঃ তন্মধ্যে ১১ ,, |
| | ৪৭৫ | ,, | ৬০ ,, ,, ২৭ ,, ,, ১০ ,, |
| | ৪৭৮ | ,, | ১৭ ,, ,, — ০৮ ,, |
| | ৪৭৯ | ,, | ৩৩ ,, ,, ১৭ ,, ,, ১ই ,, |

৫ (পাঁচ) দাগে মোট— ৩৩ শঃ

প্রত্যেক দাগের দক্ষিণ পূর্বকোণে জঙ্গিপুর পৌরসভার রাস্তা সংলগ্ন।

ভবদীয়—চন্দ্রেশ্বর ঠাকুর, এ্যাডভোকেট, জঙ্গিপুর কোর্ট

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে স্যুট নং ৩০৯/৯৪ মাননীয় (সুরেশচন্দ্র খাঁ ভি এস শ্রীমতী অন্নপূর্ণা খাঁ) মামলায় গত ইং ১৩/১২/৯৬ তারিখে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে ফাইনাল ডিগ্রী পাশ করিয়া দিয়াছেন। সেই মামলায় রুহুল আমিন (হাজারী) যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত ২৩/১২/৯৬ তারিখে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট বরখাস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং ইনজাংশন অর্ডার খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত ধান চাষী, মাছ চাষীদের জানানো যাইতেছে যে, যাঁহারা চাষ করিতেছেন তাঁহারা মাননীয় শ্রীযুক্ত সমরেশচন্দ্র খাঁ, শ্রীযুক্ত অরূপকুমার খাঁ, শ্রীযুক্ত অমিতকুমার খাঁ মহাশয়দ্বয়দের অনুমতি লইয়া চাষ করিবেন। তাঁহাদের অনুমতি ছাড়া কেহ মাছ চাষ বা ধান চাষ করিতে পারিবেন না। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

**শ্রীসমরেশচন্দ্র খাঁ**

তারিখ ১/১/৯৭

জে, সি, খাঁন রোড

পোঃ মানকুণ্ডু, জেলা হুগলী

---

আগামী ৬ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ ও প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব এবং ৭ই জানুয়ারী 'নেতাজী ও ভারতীয় যুবসমাজ' আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হইতেছে।

শ্রীশিবরতন চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক মহঃ সোহরাব, প্রধান শিক্ষক